



26814 - রমজানরে রোজা পালন করা কার উপর ওয়াজবি?

---

প্রশ্ন

রমজানরে রোজা পালন করা কার উপর ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তির মধ্যে ৫টি শর্ত পাওয়া যায় তার উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি -

এক: মুসলমি হওয়া

দুই: মুকাল্লাফ হওয়া অর্থাৎ শরয়ি বিধিবিধিনরে ভারপ্রাপ্ত হওয়া

তনি: রোজা পালনে সক্ষম হওয়া

চার: নজিগ্হে অবস্থানকারী বা মুকীম হওয়া

পাঁচ: রোজা পালনরে প্রতবিন্ধকতাসমূহ হতে মুক্ত হওয়া

এই পাঁচটি শর্ত য়ে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় তার উপর সয়াম পালন করা ওয়াজবি।

প্রথম শর্তরে মাধ্যমে কাফরে ব্যক্তিরোজা পালনরে দায়তি্ব থেকে বরেয়িে গেলে। কাফরেরে উপর রোজা পালন অনবায়র নয়। আর কাফরে তা পালন করলেও শুদ্ধ হবে না। কাফরে যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তাকে পূর্বরে দনিগুলোর রোজা কাযা করার আদশে দয়ো হবে না। এর দলীল হল আল্লাহ তাআলার বাণী:

وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون ( [9] التوبة : 54 ]

“তাদরে অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই য়ে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলরে প্রতি অবশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে, ব্যয় করে সঙ্কুচতি মনে।” [৯ সূরা তাওবা : ৫৪]



দান-সদকার উপকার বহুমুখী হওয়া সত্ত্বেও সটো যদি কবুল না হয় তাহলে ব্যক্তিগত ইবাদত কবুল না হওয়াটাই অধিক যুক্তযুক্ত। ইসলাম গ্রহণ করার পর নও মুসলমিকে যে কাফরে অবস্থায় না-রাখা রোজা কাযা করার নরিদশে দয়ো হবো না এর দললি হচ্ছো- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف] ( 8 الأنفال : 38 )

“আপনি কাফরেদেরকে বলতে দিনি যে, তারা যদি বরিত হয়ে যায়, তবে পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা করে দয়ো হবো।”[৮ আল-আনফাল: ৩৮] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে ইতপূর্বে ছুটে যাওয়া ওয়াজবিগুলো (আবশ্যকীয় ইবাদত) কাযা করার নরিদশে দতিনে না।

তবে মুসলমান না-হয়ে রোজা না-রাখার কারণে কাফরেদেরকে কি আখরোতে শাস্তি দয়ো হবো?

উত্তর হচ্ছো- হ্যাঁ, কাফরে ব্যক্তিরোজা না-রাখার কারণে এবং অন্য সব ওয়াজবি পালন না-করার কারণে শাস্তি পাবে। কারণ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, শরয়া বিধান পালনে প্রতিশ্রুতবিদ্ধ একজন মুসলমি যদি শাস্তি পায় তবে (আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি) উদ্যত কাফরে শাস্তি পাওয়া আরও বেশি যুক্তযুক্ত। খাবার, পানীয়, পোশাক এ জাতীয় আল্লাহর নয়োমত ভোগ করার কারণে যদি কাফরেদেরকে শাস্তি দয়ো হয় তাহলে নষিদিধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ও নরিদশে লঙ্ঘনের কারণে তাকে শাস্তি দয়ো আরও অধিক যুক্তযুক্ত। এটি ক্বিয়াস শ্রণীর দললি।

নকলী দললি হচ্ছো- আল্লাহ তাআলা ডানপন্থীদের সম্পর্কে বলনে তারা পাপীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে:

[ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين])  
[74 المدثر: 42-46]

“বলবেঃ তন্মাদেরকে কসি জাহান্নামে নীত করছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, মসিকীনকে আহর্য্য দতিম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফিল দবিসকে অস্বীকার করতাম।”[৭৪ আল-মুদাসসরি : ৪২-৪৬]

অতএব আয়াতে উল্লেখিত চারটি বিষয় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবশে করয়িছে।

(১) “আমরা নামায পড়তাম না”- নামায

(২) “মসিকীনকে আহর্য্য দতিম না”- যাকাত

(৩) “আর আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম” যমেন- আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে বদ্বিরূপ করা।



(8) “আমরা প্রত্যাশিত দাবিসকল অস্বীকার করতাম”।

দ্বিতীয় শর্ত:

মুকাল্লাফ বা শরয়িভারপ্রাপ্ত হওয়া। মুকাল্লাফ হচ্ছনে- ববিকে-বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক ব্যক্তি। কারণ নাবালক কথিবা পাগলের উপর কোন শরয়িভার নহে। কোন নাবালককে বালগে হওয়া তনিটি বিষয়রে য়ে কোন একটির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়।

(70475) নং প্রশ্নরে উত্তর থেকে এ বিষয়টি জিনে নতিে পারনে।

বুদ্ধিসম্পন্ন এর বপিরীত হল পাগল তথা ববিকে-বুদ্ধহীন। সয়ে পাগল উচ্ছঙ্খল হোক অথবা শান্ত হোক এবং তার পাগলামি য়ে ধরনরে হোক না কনে সয়ে শরয়িভারপ্রাপ্ত বা মুকাল্লাফ নয়। তার উপর দ্বীনরে কোন আবশ্যকীয় (ওয়াজবি) দায়তি্ব নহে। য়মেন- নামায, রোজা, মসিকীনকে খাওয়ানটো ইত্যাদি। অর্থাৎ তার উপর কোন কছি ওয়াজবি নয়।

তৃতীয় শর্ত: সক্ষম হওয়া। অর্থাৎ সিয়াম পালনে সক্ষম হওয়া। অতএব, য়ে ব্যক্তি অক্ষম তার উপর সিয়াম পালন করা ওয়াজবি নয়। এর দললি আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر] [2 البقرة: 185]

“আর য়ে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা য়ে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সয়ে সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে।” [2 আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িক অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা।

(১.) সাময়িক অক্ষমতার কথা ইতপূর্বে উল্লেখতি আয়াতে এসছে। য়মেন- এমন রোগী য়ার সুস্থতা আশা করা য়ায় এবং মুসাফরি। এ ব্যক্তিদিরে জন্য রোজা না-রাখা জায়য়ে আছে। তারা ছুটে যাওয়া দিনগুলোর রোজা পরে কাযা করবনে।

(২.) স্থায়ী অক্ষমতা। য়মেন- এমন রোগী য়ার সুস্থতা আশা করা য়ায় না এবং এমন বৃদ্ধ লোক য়নি সিয়াম পালনে অক্ষম। এ অক্ষমতার বিষয় নমিনোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়ছে।

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] [البقرة: 184]

“আর য়ারা রোজা পালনে অক্ষম তারা ফদিয়া দবি (অর্থাৎ মসিকীন খাওয়াবে)।” [2 সূরা বাক্বারা: ১৮৪]

এই আয়াতরে তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলনে- “বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা য়ারা রোজা পালনে সক্ষম নয় তারা প্রতদিনরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবে।”



চতুর্থ শরত: নজি গৃহে অবস্থানকারী বা মুকীম হওয়া। সুতরাং মুসাফরিরে উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি নয়। এর দলিল আল্লাহ তাআলা বাণী:

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيامٍ آخر ( 2 البقرة: 185 )]

“আর যবে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যবে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সেই সংখ্যা অন্য দনিগুলিতে পূরণ করবে।”[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আলমেগণ ইজমা (ঐকমত্য) করছেন যবে, মুসাফরিরে জন্য রোজা না-রাখা জায়বে। তবে উত্তম হলো- তার জন্য যটো বেশি সহজ সটো করা। পক্ষান্তরে যদরিজা পালন করায় তার স্বাস্থ্যরে ক্ষতি হয় তবে তার জন্য রোজা পালন করা হারাম। এর দলিল হচ্ছো- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ولا تقاتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ( 4 النساء: 29 )]

“তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়াময়।”[৪ আন-নসিা : ২৯]

এই আয়াত থেকে এই নরিদশেনা পাওয়া যায় যবে, যা মানুষরে জন্য ক্ষতিকর তা তার জন্য নিষিদ্ধ। দেখুন প্রশ্ন নং (20165)।

আপনি যদি বলনে সেই ক্ষতিকভাবে পরমিাপ করা হবো, যা রোজা রাখা হারাম করে দেয়? জবাব হল: সে ক্ষতি ইন্দ্রয়ি দিয়ে অনুভব করা সম্ভব অথবা তথ্যরে ভিত্তিতে জানা সম্ভব।

(১.) ইন্দ্রয়ি দিয়ে অনুভব করা অর্থাৎ রোগী নজিহে অনুভব করা যবে রোজা পালন করার কারণে তার স্বাস্থ্যরে ক্ষতি হচ্ছো, রোগে বড়ে যাচ্ছো এবং সুস্থতা বলিম্বতি হচ্ছো ইত্যাদি।

(২.) আর তথ্যরে মাধ্যমে ক্ষতি সম্পর্কে জানার অর্থ হল- একজন বজিঞ ও বশ্বিস্ত ডাক্তার রোগীকে এ তথ্য দবি যবে রোজা পালন করা তার স্বাস্থ্যরে জন্য ক্ষতিকর।

পঞম শরত: রোজা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা। এ শরতটিনারীদরে ক্ষত্রে প্রযোজ্য। হায়যে ও নফিস অবস্থায় নারীর জন্য সিয়াম পালন অনবির্য় নয় এবং এর দলীল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী:

" أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم "

“একজন নারীর হায়যে (মাসকি) হলে সে কনিামায় ও রোজা ত্যাগ করে না?”[আল- বুখারী: ২৯৮]



আলমেগণরে ইজমা (সর্বসম্মতি) এর ভিত্তিতে হয়যে ও নফিস অবস্থায় নারীর উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি নয়।  
এমতাবস্থায় রোজা পালন করলে শুদ্ধ হবে না। বরং পরবর্তীতে এই দিনগুলোর রোজা কাযা আদায় করা বাধ্যতামূলক।[আশ-  
শারহুল-মুমতী (৬/৩৩০)]

আল্লাহই সবচয়ে ভালো জানেন।